

ঈদে মীলাদুননবী

জবাব সংকলনে : আহমাদুল্লাহ

ভূমিকা: “আল-মদিনা সুন্নী একাডেমী” কর্তৃক বিলি কৃত একটি লিফলেট আমাদের হস্তগত হয়েছে। সেখানে ঈদে মীলাদুন্নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম – এর বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে তাদের উপস্থাপিত দলীলগুলির পর্যালোচনা করবো। ইনশা আল্লাহ! আমরা প্রতিটি শিরোনামকে অধ্যায় আকারে সজ্জিত করেছি যেন পাঠকের পাঠ করতে সুবিধা হয়।

প্রথম অধ্যায়

“প্রিয় নবীর শুভাগমন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)” – এই শিরোনামে লেখা হয়েছে, “হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন- لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ “আপনাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য না হলে আমি বিশ্ব-ভূমণ্ডল সৃষ্টি করতাম না।”

পর্যালোচনা : এখানে নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থেরই বরাত বা রেফারেন্স দেয়া হয়নি। যাহোক, এই হাদীছটির বিষয়ে আমরা অতীতের ইমামদের উক্তিগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো-

(১) ইমাম ছাগানী (রহঃ) একে জাল তথা বানোয়াট হাদীছ বলেছেন (আল-মাওযু‘আত, হাদীছ-৭৮, আরবী পাঠ-الْاَفْلَاقُ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ)। অর্থাৎ এটি একটি বানানো কথা যা আল্লাহ এবং রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে প্রচার করা হয়েছে।

(২) ইমাম ইবনুল জাওয়াযী (রহঃ) বলেছেন, مَوْضُوعٌ بِلَا شَكٍّ এটি নিঃসন্দেহে বানানো হয়েছে (তালখীছু কিতাবিল মাওযু‘আত, হাদীছ-১৯৫)।

(৩) ‘তায়কিরাতুল মাওযু‘আত’ গ্রন্থেও একে বানোয়াট বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা-৮৬)।

(৪) ‘কওয়ায়িদুত তাহদীছ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, “لَوْلَاكَ وَالْاَحَادِيثُ الَّتِي وَضَعَهَا الْمَطْرُونُ الْغَلَاةُ كَحَدِيثِ: “لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ” চরমপন্থীরা যে সকল হাদীছ বানিয়েছেন তন্মধ্যে একটি হ’ল- ‘যদি আপনি না হ’তেন তবে বিশ্ব-ভূমণ্ডল কিছুই সৃষ্টি করতাম না’। (পৃষ্ঠা-১৫৫)।

(৫) একটি বিশ্ববিখ্যাত আক্বীদার গ্রন্থে লেখা হয়েছে, لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ..لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاقَ وَهُوَ غُلُوٌ فَاحِشٌ এটি (এই ধরনের কথা বলা) বাড়াবাড়ি, লজ্জাজনক কাজ। এই ধরনের কথা হ’তে তাওবা করা ওয়াজিব। (ফিরাকুন মু‘আছারাহ, পৃষ্ঠা-৩৫৬)।

(৬) বিগত হাজার বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদীছ তাত্বিক ইমাম নাছিরুদ্দীন আলবানী এ হাদীছটিকে মাওযু তথা বানোয়াট বলেছেন (সিলাসিলাহ যঈফা, হাদীছ-২৮২)।

আমরা গুটিকতক রেফারেন্স দিলাম মাত্র। মূল কথা হ’ল, এটি বানানো হয়েছে যা গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়াও এই বানোয়াট হাদীছটি তথা হাদীছে কুদসীটি কুরআনুল কারীমেরও বিপরীত কথা বলছে। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ‘আমি জিন এবং মানুষকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি’ (সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত-৫৬)। সুতরাং এই সকল জাল, বানোয়াট কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা চরম অন্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

“পবিত্র কোরআনের আলোকে ঈদে মীলাদুননবী (দঃ) উদযাপন”- এই শিরোনামে চারটি আয়াত পেশ করা হয়েছে। যেমন-

(১) প্রথম আয়াত হিসেবে সূরা ইমরানের ১৬৪ নম্বর দেয়া হয়েছে। আয়াতটি পূর্ণাঙ্গরূপে না দিয়ে অসম্পূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ জানেন? কারণ এই আয়াতটি দ্বারা নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মানুষ এবং মাটির তৈরী তা প্রমাণিত হয়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে-‘لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ’ আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের মধ্য হ’তে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন। আর তাদেরকে কিতাব এবং হিকমতের শিক্ষা দেন। মূলত তারা ছিল পূর্ব হ’তেই স্পষ্ট পথভ্রষ্ট (সূরা ইমরান, আয়াত-১৬৪)। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষদের মধ্য হ’তে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। আর মানুষ হ’ল মাটির তৈরী। সুতরাং তাদের মাঝে থেকে রাসূলও হ’লেন মাটির তৈরী। এ কথা সবাই জানে যে, নূরের তৈরী ফেরেশতা মাটির তৈরী আদমকে সিজদা করেছিলেন। অতএব প্রমাণিত হ’ল যে, নূরের তৈরী সৃষ্টির চাইতে মাটির তৈরী মানুষের মর্যাদা বেশী। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী নাকি মাটির তৈরী এ বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

(২) দ্বিতীয় আয়াত হিসেবে বলা হয়েছে-‘وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ’ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি (সূরা আশ্বিয়া, আয়াত-১০৭)। এবার কিছু আয়াত এবং হাদীছ দিচ্ছি-

১. বাদশাহ যুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজকে গলিত তামা দিয়ে বানানো যে প্রাচীর দিয়েছিলেন দয়াল তাকে কুরআনে রহমত স্বরূপ বলা হয়েছে (সূরা কাহফ, আয়াত-৯৮)। এখন কি উক্ত রহমতস্বরূপ দেয়ালের জন্য মীলাদ এবং তারবারুক বিতরণ করতে হবে? বা মীলাদে কি সেই প্রাচীরটির নাম স্মরণ করতে হবে?

২. প্লেগ রোগকে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের জন্য রহমতস্বরূপ করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি প্লেগে আক্রান্ত জায়গায় ছওয়াবের আশায় ছবুর করে অবস্থান করে। এবং তার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, আল্লাহ তাক্বদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। তাহ’লে সে একজন শহীদদের সমান ছওয়াব পাবে (বুখারী হাদীছ-৩৪৭৩)। প্লেগ রোগকে যেহেতু আল্লাহ মুমিনদের জন্য রহমতস্বরূপ করেছেন তাই বলে কি প্লেগ রোগের আবির্ভাব হ’লে মীলাদ করতে হবে? বা মীলাদে কি এর আলোচনার করতে হবে?

৩. রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাতনীকে রহমতস্বরূপ বলেছেন (বুখারী হাদীছ-৫৬৫৫)। এখন কি উনার নাতনীর উপর মীলাদ পাঠ করবেন?

৪. স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নিজেকে প্রশস্ত রহমতের মালিক বলেছেন (সূরা আল-আনআম, আয়াত-১৪৭)। এখন কি আল্লাহর নামে আরেকটি আলাদা মীলাদ পাঠ করতে হবে? কোন বস্তু নেআমত, রহমত হ’লেই যদি মীলাদ দিয়ে তার আলোচনা করতে হয় তবে সকল রহমত এবং নেআমতের জন্য মীলাদ দেয়া হয় না কেন?

এমন আরো হাজারো দলীল দেয়া যেতে পারে।

সার কথা, উপরোক্ত আয়াত দ্বারা কোনভাবেই মীলাদ প্রমাণিত হয় না। ইমাম আবু হানীফা রহেমাহুল্লাহ সহ কোন ছিক্বাহ বা নির্ভরযোগ্য ইমামই এই আয়াত দ্বারা মীলাদ প্রমাণিত করে যান নি। তারা মীলাদের নামটাই উচ্চারণ করেন নি।

(৩) তৃতীয় নম্বর দলীল হিসেবে সূরা ইউনূসের আয়াত দেয়া হয়েছে। এবং আয়াতটির নম্বর দিতেও ভুল করা হয়েছে। ৫৭ নম্বর আয়াত লেখা হয়েছে। অথচ হবে ৫৮ নম্বর আয়াত। এর অনুবাদ : ‘বলুন! আল্লাহর দয়া এবং মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই উপর তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এটিই উত্তম সে সব থেকে যা সে সঞ্চয় করেছে’ (সূরা ইউনূস, আয়াত-৫৮)।

১. ছাহাবী ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু তা‘আলা আনহু এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, بِكُتَابِ: قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ وَالْإِسْلَامُ তারা যা সঞ্চয় করেছে তা হ’তে কুরআন এবং ইসলাম হ’ল সর্ব উত্তম। (তাফসীর মিন সুনানি সাঈদ বিন মানছুর, হাদীছ-১০৬৩)। কুরআনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম মুফাসসির ইবনে আব্বাস তো মীলাদের নামটা নিলেন না?

২. ‘মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ’ একটি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ। এতে বলা হয়েছে, كِتَابُ اللَّهِ وَالْإِسْلَامُ আল্লাহর কিতাব এবং ইসলাম হ’ল সর্বোত্তম যা তারা সঞ্চয় করেছেন তা হ’তে (ইবনে আবী শায়বাহ, হাদীছ-৩০০৬৭)।

৩. ইমাম বায়হাকী তার ‘শুআবুল ঈমান’ নামক হাদীছ গ্রন্থে লিখেছেন, ” فَضَّلَ اللَّهُ: الْإِسْلَامَ، ” وَأَلَّفَ: الْإِسْلَامَ ” وَرَحِمَتْهُ: أَنْ جَعَلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ আল্লাহর ফযল তথা দয়া হ’ল ‘ইসলাম’। আর তার রহমত হ’ল তিনি তোমাদেরকে কুরআনের ধারক বানিয়েছেন (শুআবুল ঈমান, হাদীছ-২৩৫৯)।

আমরা আরো অসংখ্য দলীল পেশ করতে পারি। কিন্তু পৃষ্ঠার সংখ্যা বেড়ে যাবে বিধায় এখানেই ইতি টানলাম।

সর্বশেষে লেখা হয়েছে, “নিঃসন্দেহে হযুর আলাইহিস সালামের আগমন আল্লাহর বড় নিয়ামত। মীলাদ শরীফে এরই আলোচনা করা হয়। সুতরাং মীলাদ মাহফিল হচ্ছে এ আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ।”

প্রথম অংশ “নিঃসন্দেহে হুযুর আলাইহিস সালামের আগমন আল্লাহর বড় নেয়ামত”- এ অংশটুকুর সাথে আমাদের কোনই বিরোধ নেই। কিন্তু পরের কথাটুকু নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে। যেমন-

(১) মীলাদ মাহফিল-দ্বারা যদি এই আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করা হয়ে থাকে তবে কেন ইমাম আবু হানীফা রহেমাহুল্লাহ মীলাদ করলেন না? কেন তিনি তার আক্বীদার গ্রন্থসমূহে যেমন- ‘আল-ফিক্‌হুল আকবার’, ‘আল-ফিক্‌হুল আবসাত্ব’ ইত্যাদি গ্রন্থসমূহে মীলাদের কথা উল্লেখ করলেন না? কেন তিনি তার ফতোয়াতে মীলাদের কথা বলেন নি? মূলত তিনি কোন মীলাদই করেননি। কারণ এটি বানানো আমল। আর ইমাম আবু হানীফা কোন বানানো আমল করতেন না।

যদি কোন ব্যক্তি দাবী করেন যে, ইমাম আবু হানীফা মীলাদ করতেন তবে যেন তার নিজের লেখা গ্রন্থ হ’তে মীলাদের প্রমাণ পেশ করেন।

(২) ইমাম মালেক রহেমাহুল্লাহ-এর কোন কিতাবে মীলাদের নাম গন্ধও নেই। কারণ এটি বানানো আমল। যদি মীলাদ করাই উক্ত আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করা হ’ত তবে কেন তিনি এই আমলটি করলেন না?

(৩) ইমাম শাফেঈ রহেমাহুল্লাহ তার কোন কিতাবে, ফতোয়াতে মীলাদ নামটাও উচ্চারণ করেন নি। যদি মীলাদ করাই উক্ত আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করা হ’ত তবে কেন তিনি এই আমলটি করলেন না?

(৪) ইমাম আহমাদ রহেমাহুল্লাহ-এর কোন গ্রন্থে মীলাদের উল্লেখ নেই। যদি মীলাদ করাই উক্ত আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করা হ’ত তবে কেন তিনি এই আমলটি করলেন না এবং এর পক্ষ্যে কিতাব লিখে গেলেন না?

কোন নির্ভরযোগ্য ইমাম যেমন- বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ইত্যাদি কেউই মীলাদ করেন নি। তার মানে কি তারা এই আয়াতের পূর্ণ অনুসরণ করেননি? আল্লাহ এই সকল ইমামদেরকে রহম করুন। এবং তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করুন। আমীন।

আমরা এ বিষয়ে শ খানেক পৃষ্ঠা লেখতে পারি। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে ক্ষান্ত হ’লাম।

তৃতীয় অধ্যায়

“স্বয়ং মহানবী (দঃ) কর্তৃক তাঁর জন্ম দিবসে শুকরিয়া আদায় করা”- এই শিরোনামে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। যেমন-

দলীল-১ : এক নম্বর দলীলে বলা হয়েছে, “হযরত আবু কাতাদাহ্ আনসার রাহি আল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত “হুযুর (দঃ)-কে সোমবার দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “ঐ দিনেই আমার শুভাগমন হয়েছে এবং ঐ দিনে আমার আমার উপর নবুয়তের দায়িত্ব আপিত হয়েছে” (ছহীহ মুসলিম, পৃঃ-৫৯১, হাদিস নং-১৯৮)।

পর্যালোচনা : ‘আপিত’ বানানটি ভুল বরং সঠিক হ’ল আরোপিত। এখানে ১৯৮ নম্বর লেখা হয়েছে। এটিও ভুল। বরং সঠিক হ’ল ১৯৭ নম্বর হাদীছ। মূল মুসলিমের হাদীছ নম্বর হ’ল ১১৬২। ফুযাদ আব্দুল বাকীর ক্রমিক নম্বর অনুসারে ১৯৭।

আমরা নীচে তিনটি হাদীছ পেশ করবো। অতঃপর উপরোল্লিখিত হাদীছটির বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়ছালা দিবো। ইনশা আল্লাহ।

(১) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু সোমবারে ছওম রাখার কথা বলেছেন তা কিন্তু নয়। বরং তিনি প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার ছওম পালন করার কথা বলেছেন। যেমন- আয়েশাহ রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন, إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ بْرِهَسْپতিবারে ছওম রাখাকে প্রাধান্য দিতেন (নাসাঈ হাদীছ-২৩৬০; ইবনে মাজাহ হাদীছ-১৭৩৯)।

(২) ছহীহ মুসলিমে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ،

আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অতঃপর প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি...। (মুসলিম হাদীছ-২৫৬৫)।

(৩) আবু হুরায়রা বলেছেন, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ

১ নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল সোম বারে ছওম রাখতে বলেছেন তা নয়। বরং তিনি সোম এবং বৃহস্পতি- উভয় দিনেই রাখতে উৎসাহ দিয়েছেন। ২ এবং ৩ নম্বর হাদীছে সোমবার এবং বৃহস্পতিবারে ছওম রাখার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ফযীলত বর্ণনা করেছেন স্বয়ং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তিনি এখানে তার বেলাদাতের কথা উল্লেখ করেননি।

বলা হয়েছে, “এ মোবারক কথার মাধ্যমে হুযুর (দঃ) তাঁর পবিত্র “বিলাদত” (শুভাগমন) শরীফের শুকরিয়ার্থে সোমবারে রোযা রাখার ফযীলতের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এতে হুযুর (দঃ) এর পক্ষ থেকে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপনের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।” সম্মানিত পাঠক! এটি এনাদের মনগড় দাবি। স্বয়ং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুদিনের রোযার ফযীলত সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে তিনি বেলাদাতের ফযীলত উল্লেখ করেন নি। আর এনারা নিজের তরফ থেকে বানোয়াট ব্যাখ্যা প্রচার করছেন।

প্রশ্ন- তাহ'লে এই হাদীছ দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

জবাব : এই হাদীছ দ্বারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের-এর নিজের বেলাদাতের দিন সম্পর্কে অবহিত করাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য। আর তাকে কেবলমাত্র সোমবারে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কেও এই হাদীছে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। আসুন আমরা হাদীছটি আরবীসহ পাঠ করি- وَسُئِلَ عَنْ ذَاكَ يَوْمٍ وَلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ - أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ: صَوْمُ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ؟ قَالَ: كَرِهْتُهُمْ،এবং তাকে সোমবারের ছওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি বললেন, এটি ঐ দিন যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এবং ঐ দিনই আমাকে নবুআত দান করা হয়েছে কিংবা আমার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে (মুসলিম হা/৯৭)। হাদীছের ভাষ্য দ্বারা অনুধাবন হয় যে, এখানে তিনি প্রশ্নের জবাবে বিবৃতি দিয়েছেন মাত্র। কোন মীলাদ নামক বানোয়াট আমল করতে বলেননি। তাছাড়াও ক্বাতাদা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত এই হাদীছটি আবু দাউদেও রয়েছে। সেখানে সোমবার এবং বৃহস্পতিবার -উভয়ই দিনের কথাই আছে (আবু দাউদ হাদীছ-২৪২৬; আরবী হাদীছটি হ'ল- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ. زَادَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ صَوْمَ (يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ فِيهِ: وَلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ)।

সোমবার না হয় রাসূলের বেলাদাত। কিন্তু বৃহস্পতিবার কেন তিনি ছওম রাখতে উৎসাহ দিলেন? এ দু'টি দিনেই কি জন্মগ্রহণ করেছেন সেজন্য ছওম রাখতে বলেছেন? নাকি অন্য কারণে ছওম রাখতে বলেছেন? পাঠক! আপনার ইতিমধ্যেই অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, মূলত সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আমলকে উর্দ্ধে উঠানো হয় তাই এই দুটি দিনে ছওম রাখা উত্তম। যেন ফেরেশতাগণ

আমাদের আমলকে ছওমরত অবস্থায় পৌছাতে পারেন। এখানে বেলাদাত-এর কারণে ছওম রাখতে বলা হয়নি।

(৪) ইমাম নববী এই হাদীছটির চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি বেলাদাত বা মীলাদ শব্দটি লেখেননি। এতে বুঝা যায় যে, এই হাদীছ দ্বারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেলাদাত-এর উপলক্ষ্যে মীলাদ করা বুঝান নি (দেখুন : ইমাম নববী রচিত শরহে ছহীহ মুসলিম ৮/৫২)।

সারাংশ হ'ল, মুসলিমের উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বিলাদাতের ফযীলতের কথা বলে মীলাদ করার প্রতি ইশারা করা হ'ল বর্তমান সময়ের বানানো ব্যাখ্যা। যার কোন অস্তিত্ব চার মাযহাবের ইমামদের যুগেও ছিল না। যদি থাকতো তবে তারা অবশ্যই এই হাদীছ দ্বারা মীলাদ করার দলীল দিতেন। কিন্তু তারা তা করেন নি।

দলীল-২ : এখানে বলা হয়েছে, “স্বয়ং হুযুর (দঃ) মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে স্বীয় বেলাদতে পাক এবং স্বীয় গুনাবলী বয়ান করেছেন। এর থেকে বুঝা গেলে যে, মিলাদে পালন করা স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া সাল্লামেরই সুন্নাত এবং শ্রবণ করা সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত।”

এখানেও বানান ভুল হয়েছে। যাহোক, প্রথমত, এখানে রেফারেন্স হিসেবে মিশকাত শরীফ এবং তিরমিযী শরীফের কথা বলা হয়েছে। হাদীছের নম্বর এবং আরবী পাঠ দেয়া হয়নি। আমি অনুসন্ধান চালিয়েও হাদীছখানা খুঁজে পাইনি। তাই এ বিষয়ে আপাতত কিছু বলা যাচ্ছে না। লিফলেটের লেখককে অনুরোধ করবো তিনি যে, আরবী হাদীছটুকু লিখে দেন বা হাদীছের নম্বরটি দিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে যে মীলাদ হয় তাতে সবাই সমস্বরে মীলাদ পাঠ করেন। কিন্তু উপরোক্ত হাদীছে বলা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম শ্রবণ করেছেন। সুতরাং সাহাবাদের কাজ এবং মীলাদকারীদের কাজের মিল কোথায়?

তৃতীয়ত, ‘মীলাদ পালন করা রাসূলের সুন্নাত’-এটি কার ফতোয়া? আমরা ইমাম আবু হানীফার গ্রন্থ হ'তে এই ফতোয়ার প্রমাণ দেখতে চাই। কারণ এনারা হ'লেন ইমাম আবু হানীফার মুকাল্লিদ। সুতরাং ইমাম আবু হানীফার কিতাব বাদ দিয়ে কোন কিতাবের কথা বললে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

“খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের মিলাদ পালন সম্পর্কিত অভিমত”- এই শিরোনামে চারটি দলীলবিহীন বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, “উল্লেখ্য যে, খোলাফায়ে রাশিদ্বীনের এ সকল বানী “আননে”মাতুল কুবরা আলাল আলাম” নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক, হযরত ইবনে আল-হাইতামী (রাঃ) ছিলেন একজন জলিলুল ক্বদর মুহাদ্দিস ও হাদীসে রাসূল এর হাফেয। তাঁর নিকট খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের প্রাণ্ডু হাদিস সমূহ যদি বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত না হত, তাহলে কখনোই তিনি তাঁর উক্ত গ্রন্থে বর্ণনা করতে না। আর এটা এ কথার প্রতিই নির্দেশ করছে যে, সাহাবা কেরামের যোগেই “ঈদে মিলাদন্নবীর প্রচলন ছিল।”

পর্যালোচনা : (১) এ কথাগুলি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক , ইমাম শাফেঈ এবং ইমাম আহমাদ কেন বর্ণনা করলেন না? নাকি তারা এসব হাদীছ জানতেনই না?

(২) ইবনে আল-হাইতামী নয়। বরং সঠিক হ'ল ইবনে হাজার আল-হাইতামী।

(৩) ইবনে হাজার আল-হাইতামীর গ্রন্থ ব্রেলভীদের জন্য দলীল হ'তে পারে না। কারণ তিনি ব্রেলভীদের বিপরীত আকীদা রাখতেন। যেমন-

(ক) তিনি লিখেছেন, اَتَّخَذَ الْكَبِيرَةُ الثَّلَاثَةَ وَالرَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ وَالسَّادِسَةَ وَالسَّابِعَةَ وَالثَّمَانِيَةَ وَالْتِسْعُونَ: اتَّخَذَ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ، وَإِبْقَادُ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَاتَّخَذَهَا أَوْثَانًا، وَالطَّوَأْفُ بِهَا، وَاسْتِلَامُهَا، وَالصَّلَاةُ إِلَيْهَا কবরসমূহতে মসজিদ বানানো এবং সেগুলির উপর বাতি জ্বালানো হচ্ছে কবীরা গুণাহ বা মহা পাপ...(আয-যাওয়াজির ১/২৪৪)। আর ব্রেলাভীরা কবরকেন্দ্রিক মসজিদ বানান। এবং তাতে মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালিয়ে থাকেন। সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, ইবনে হাজার আল-হাইতামীর আক্বীদা অনুসারে কবর স্থানে মসজিদ বানানো এবং সেগুলিতে বাতি জ্বালানো কবীরা গুনাহ। (খ) তিনি একই গ্রন্থে লিখেছেন, الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالْعَشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: الرُّقْي، وَتَغْلِيْقُ التَّمَائِمِ، وَالْحُرُوزِ (الْأَتْي بَيَانُهَا) أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ َرَقًى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ اَرْتَفَاعُ ثَابِتٍ زُلْفَانِ وَيُزِيلُهُمَا قَلْبٌ يَزِيدُهُمَا قَلْبٌ وَدَعَا فَلَ دَعَا اللَّهُ لَهُ

এবং বোনের ব্যবহার করে থাকেন। (ঐ, ১/২৭৩)।

(গ) তিনি একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন যেখানে তাবিজ ঝুলানোকে নবী শিরক বলেছেন। যেমন- ثُمَّ قَالَ مَنْ عَلَّقَ فَقَدْ أَشْرَكَ অতঃপর নবী বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল (ঐ, ১/২৭৪)। এমন একজন মহান ইমামের বক্তব্যগুলি আমাদের মিলাদকারী ভাই এবং বোনগণ মান্য করেন কি? যদি না করেন তবে কেন করেন না? দয়া করে নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করুন এবং অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

পঞ্চম অধ্যায়

“সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক মিলাদ পালন”- এই শিরোনামে দলীলস্বরূপ দুটি গ্রন্থের নাম পেশ করা হয়েছে। প্রথমে ‘হাক্কীকতে মুহাম্মাদী’ নামী গ্রন্থের রেফারেন্স দেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থটি কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়। সুতরাং এর রেফারেন্স দিয়ে লাভ নেই।

দ্বিতীয় গ্রন্থ হিসেবে মিশকাত শরীফের নাম দেয়া হয়েছে। তবে কোন খন্ড, পৃষ্ঠা নম্বর বা হাদীছ নম্বর কোনটাই দেয়া হয় নি। হাদীছটি হ’ল- عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحْسَانَ مَنِيرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَنًا ۖ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوَيْنَافِح. وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُوحِ الْفُذِّسِ مَا نَافَحَ أَوْ فَاحَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মেশকাত শরীফ হা/৪৮০৫) ।

(১) মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহ এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, (يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ: لِأَجْلِهِ وَعَنْ قَبْلِهِ (أَوْ يُنَافِحُ) : بُنُونٌ ثُمَّ فَأَاءٍ مُهْمَلَةٌ أَيُّ: - يُدَافِعُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (মিরক্বাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাছাবীহ, হাদীছ-৪৮০৫, ৭/৩০২২)। তিনি এখানে ভুলেও মীলাদ এবং ক্বিয়ামের নামটাও উচ্চারণ করেন নি।

(২) ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক থেকে শুরু করে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ইত্যাদি কোন ইমামই এই হাদীছ দ্বারা মীলাদ এবং ক্বিয়াম করার ব্যাখ্যা করেন নি। কারণ এখানে মীলাদ এবং ক্বিয়ামের নাম গন্ধও নেই। আল্লাহ এই সকল মহান ইমামদেরকে রহম করুন। আমীন।

(৩) মীলাদকারীরা বলেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির নাযির। আমাদের প্রশ্ন- (ক) তাহ’লে সব সময় কেন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকা হয় না? (খ) মীলাদ পাঠ করতে করতে এনারা এক পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যান সবাই। কারণ নবী আগমন করেছেন। যদি নবী সর্ব জায়গায় আগে থেকেই হাযির নাযির থাকেন তবে আবার নতুন করে আগমন করলেন কিভাবে? (গ) তিনি যদি হাযির নাযির হয়েই থাকেন তবে তাকে বাদ দিয়ে এনারা কেন ইমামতি করেন? কেন তাকে ইমাম বানানো হয় না? তিনি জীবিত থাকাবস্থায় কোন ছাহাবী তার সামনে ইমামতি করার সাহস করতেন না। অথচ এনারা তো খুবই সাহসীকতার পরিচয় দিয়ে ইমামতি করছেন। (ঘ) হাযির নাযির নবীর জন্য তাবারুকের একটি পোটলা কেন আলাদা করে রাখা হয় না? মরা পীরের কবরে গিয়ে যদি গরু, ছাগল, চাল-ডাল ইত্যাদি দেয়া যায় তবে কেন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একটি পোটলা রাখা যায় না?

মূলত নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন এবং কবরের বারযাখী জীবনে আরামে প্রশান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। তিনি তার নিজের কবরে জীবিত আছেন। এ দুনিয়ার সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

“ঈদে মীলাদুন্নবীর উসিলায় মক্কা নগরীর সম্মান বৃদ্ধি”- এই শিরোনামের অধীনে সূরা বালাদ-এর ১ এবং ২ নম্বর আয়াত পেশ করা হয়েছে। নীচে কিছু তাফসীরের নাম খন্ড এবং পৃষ্ঠাসহ দিলাম যেখানে কোথাও এই আয়াত দ্বারা মীলাদ করা বা ঈদ উদযাপন করার কথা বলা হয়নি।

(১) তাফসীরে মুজাহিদ (১/৭২৯)। (২) তাফসীর ইবনে জারীর (২৪/৪০২)। (৩) তাফসীরে যামাশখারী (৪/৭৫৩)। (৪) তাফসীরে রাযী (৩১/১৬৪)। (৫) তাফসীরে কুরতুবী (২০/৫৯)। (৬) তাফসীরে বায়যাবী (৫/৩১৩)। (৭) তাফসীরুন নাসাফী (৩/৬৪৩)। (৮) তাফসীরুল খায়েন (৪/৪২৯)। (৯) তাফসীর ইবনে কাছীর (৮/৩৯১)। (১০) তাফসীর আদ-দুরুল মানছুর (৮/৫১৬)। (১১) তাফসীর রুহুল বায়ান (১০/৪৩৩)।

বিঃদ্রঃ তাফসীর ‘রুহুল বায়ান’-কিতাবটি আমাদের দেশে বহুল প্রচারিত। তাই আমরা এই তাফসীরের আরবী পাঠটুকু তুলে দিলাম-
عشرون آية مكية او مدنية الا اربع آيات من أولها بسم الله الرحمن الرحيم

لا أُقسِمُ بهذا البلدِ اى اقسام بالبلد الحرام الذي هو مكة فكلمة لا صلة دل عليه ان الله اقسام بالبلد الامين فى سورة التين وبالفارسية سوكند ميخورم. بمكة وفى كشف الاسرار لا لتأكيد القسم كقول العرب لا والله ما فعلت كذا لا والله لافعلن كذا والبلد المكان والمحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامتهم فيه وجمعه بلاد وبلدان ثم ان الله تعالى اقسام بمكة لفضلها فانه جعلها حرما آمنا ومسقط رأس النبي عليه السلام وحرم أبيه ابراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل عليهما السلام وجعل البيت قبلة لاهل الشرق والغرب وحج البيت كفارة لذنوب العمر وجعل البيت المعمور فى السماء بإزائه وَأَنْتَ جُلُّ بَهْدًا الْبَلَدِ حال من المقسم به وَأَنْتَ خطاب للنبي عليه السلام. كفته اند در قرآن چهار هزار نام وى برد وذكر وى كرد بعضى بتعريض وبعضى بتصريح. والحل بمعنى الحال من الحلول وهو النزول اى والحال انك يا محمد حال فى مكة نازل بها قيد اقسامه تعالى بمكة بحلوله عليه السلام فيها إظهارا لمزيد فضلها فانها بعد ان كانت شريفة بنفسها زاد شرفها بحلول النبي العظيم الشريف فيها فما لا شرف فيه يحصل له شرف بشرف المكين وما فيه شرف ذاتى يحصل له بشرف شرف زائد فمحل قدمى النبي عليه السلام كمكة والمدينة وغيرهما ينبغى ان يحافظ على حرمة وقد سمي عليه السلام المدينة طابة لانها طابت به وبمكانه وفيه تعريض لاهل مكة بانهم لجهلهم يرون ان يخرجوا منها من به مزيد شرفها ويؤذوه

(১২) তাফসীরুল জালালাইন-এর আরবী পাঠটি হ'ল-الْبَلَدُ بِهَذَا { (১) لَا أَقْسِمُ بِهَذَا } وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدَ {حَلَّ} {بِهَذَا الْبَلَدِ} بِأَنْ يَحِلَّ لَكَ فَنَقَاتِلَ فِيهِ وَقَدْ { (২) الْبَلَدُ } مَكَّةَ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ أَنْجَزَ اللَّهُ لَهُ هَذَا الْوَعْدَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَالْجُمْلَةُ اِعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُقْسَمِ بِهِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (পৃঃ ৮০৮)। মুহতারাম পাঠক! আমরা মাত্র ১২টি তাফসীরের উদ্ধৃতি দিয়েছি। যেখানে মীলাদ এবং ক্বিয়ামের ও ঈদ উদযাপনের নাম নিশানাও নেই। মোট কথা, আমরা বর্তমানে যা বুঝছি তা অতীতের কোন নির্ভরযোগ্য ইমাম বুঝেন নি।

সপ্তম অধ্যায়

“ঈদে মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধাচার কুফরী”- এই শিরোনামে লিখা হয়েছে যে, “অপর পক্ষে যারা আল্লাহর হাবীবের অলৌকিক পূর্ণ শুভাগমনকে (তথা মিলাদকে) অস্বীকার করে। আল্লাহর নিয়ামত মিলাদুন্নবী পালনে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে বিদ্যাতের ফতোয়া জারী করে। তাদের এই কর্ম কুফর সদৃশ।”

আমরা উপরোক্ত মন্তব্যগুলির পর্যালোচনা অন্য কোন একটি গ্রন্থে স্বতন্ত্রভাবে করবো ইনশা আল্লাহ। আপাতত নিচের কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরছি-

(১) কুফর-এর সংগা কি? ইমাম আবু হানীফা কুফরীর বিষয়ে কি সংগা প্রদান করেছেন? এবং তার কোন কিতাবে এই সংগাটি বিদ্যমান আছে? (২) শিরোনামে ‘কুফরী’ এবং শেষে ‘কুফর সদৃশ’ বলা হয়েছে। এই পরস্পর বিরোধী ফতোয়ার মধ্য হ’তে কোনটি সঠিক?

(৩) ‘মিলাদুন্নবীর বিরুদ্ধাচার কুফরী’ এই ফতোয়ার পক্ষে চার মাযহাবের ইমামদের রচিত কিতাবসমূহ হ’তে তাঁদের ফতোয়াগুলি আরবী পাঠ সহ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

(৪) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী বলেছেন وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ فِعْلَ ذَلِكَ صَاحِبُ إِرْبِلَ الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَبُو سَعِيدٍ অর্থাৎ সর্ব প্রথম যিনি মীলাদ চালু করেন তিনি হ’লেন মুযাফ্ফর আবু সাঈদ কুকুরী (আল-হাবী লিল-ফাতাবী ১/২২১)। এখন যারা মীলাদ আবিষ্কারের আগেই মারা গিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কি ফতোয়া হ’তে পারে?

বিঃ দ্রঃ কুকুরী ৫৮৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ৬৩০ হিজরীতে মারা যান (বিস্তারিত : ‘মীলাদ প্রসঙ্গ’- ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালীব, পৃষ্ঠা-৫)। আর ইমাম আবু হানীফা রহেমাহুল্লাহ ১৫০ হিজরীতে মারা যান। ইমাম বুখারী রহেমাহুল্লাহ ২৫৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। চিন্তা করুন! তাদের শত শত বছর পরে এই মীলাদ চালু করা হয়।

অতঃপর “কয়েকটি আপত্তির জবাব”- শিরোনামে বেশ কিছু কথা বলা হয়েছে। আমরা সেগুলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করবো।-

(১) নবী এর জন্ম সাল হিসেবে ১২ই রবিউল আউয়াল উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এর পক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের রেফারেন্স দেয়া হয়নি। নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জন্ম সাল কবে তা কুরআন এবং হাদীছে নেই। ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন মত দিয়েছেন মাত্র। যেমন-

১. সীরাতে ইবনে হিশামে লেখা হয়েছে যে, وَلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، لِاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَّتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، عَامَ الْفِيلِ রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ১২ তারীখে, রবীউল আউয়াল মাসে হস্তীযুদ্ধের বছরে জন্ম গ্রহণ করেছেন (সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১৫৮)।

২. কারো মতে, তিনি রবীউল আউয়াল মাসের দুই তারীখে জন্ম গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ তিন তারীখ, কেউ বা আবার আট তারীখের কথা বলেছেন। তবে ইবনে ইসহাক ১২ তারীখের কথা উল্লেখ করেছেন (আল-মুখতাছারুল কাবীর ফী সীরাতুর রাসূল পৃঃ ২২)।

৩. কারো মতে তিনি ছফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কারো মতে তিনি রমযান মাসের ১২ তারীখে জন্মগ্রহণ করেছেন (প্রাপ্ত)।

৪. বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ ‘তফসীর ইবনে কাছীর’-এর প্রণেতা ইমাম ইবনে কাছীর বলেছেন, وَالصَّحِيحُ وَالثَّابِتُ عَنْ ابْنِ حَزْمٍ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لِثَمَانٍ مَضِيٍّ مِنْهُ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْحَمِيدِيُّ وَهُوَ أَنْبَتُ هَاشِمٍ ه'তে যা বর্ণিত হয়েছে সেটি। আর তা হ'ল (রবীউল আউয়াল মাসের) আট তারীখ। যেমনটি তার থেকে হুমায়দী বর্ণনা করেছেন। আর এ মতটি হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য (আস-সীরাতুন নববিয়া ১/২০০)।

৫. আর-রাহীকুল মাখতূম গ্রন্থে বলা হয়েছে، وَلَدَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَعْبِ بَنِي هَاشِمٍ بِمَكَّةَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ الْتَّاسِعِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ সাইয়েদুল মুরসালাীন মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার বনু হাশিম গোত্রে রবীউল আউয়াল মাসের নয় তারীখে সকালে জন্ম গ্রহণ করেছেন (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৭)। [বিঃদ্রঃ ১. আর-রাহীকুল মাখতূম গ্রন্থটি আরবী ভাষায় লিখিত। এর বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স প্রকাশ করেছে। ২. কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী দলীলসহ জানতে অধ্যয়ন করুন ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালীব প্রণীত ‘নবীদের কাহিনী’ (মোট তিনটি খন্ড)]

এমন আরো বেশকিছু মতভেদ পূর্ণ অভিমত আমরা ইমামদের কিতাব থেকে দেখাতে পারি। আসল কথা হ'ল, তিনি কবে জন্ম লাভ করেছেন তা আমাদের জানানো হয় নি। তিনি সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন তা নিজেই স্বীয় পবিত্র যবান মোবারক দ্বারা আমাদের জানিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তারীখের কথা বলে যাননি।

আমরা সবিনয়ে আরম্ভ করতে চাই, কিসের ভিত্তিতে কোন দলীলের ভিত্তিতে ১২ই রবিউল আউয়াল মাসকে তার বেলাদাতের তারীখ নির্ধারণ করা হ'ল? আশা করি দলীলসহ জবাব দিয়ে আমাদের উপকৃত করা হবে।

১. কুরআনে এরশাদ হয়েছে, **إِنَّكَ مِيتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ** আপনি অবশ্যই মৃত্যুবরণকারী। এবং তারাও অবশ্যই মারা যাবে (সূরা যুমার আয়াত নং ৩০)।

৩. আয়েশা রাযিআল্লাহু তাআলা আনহা বলেছেন, مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ خَالِدٌ فِي الْأَرْضِ مَا رَأَى قَوْمًا يَمُوتُونَ وَلَا يُحْيَوْنَ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (বুখারী হাদীছ-৪৪৮৬)।

এর পরের হাদীছটিতে আছে যে, আবু বকর ফাতিমাকে সম্পদ বন্টন করে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে ফাতিমা রেগে যান এবং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আর আবু বকরের সাথে কথা বলেন নি (বুখারী হাদীছ-৩০৯৩)। এতকিছু হওয়ার পরও তিনি কেন তার শ্রদ্ধেয় পিতাজান, সাইয়েদুল মুরসালীন-কে (ব্রেলভীদের ভাষায় হায়াতুল্লাহী) এই সমস্যা সমাধানের জন্য বললেন না? উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ফাতিমা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা ৬ মাস জীবিত ছিলেন।

ডাকল। তিনি খেতে অস্বীকার করলেন। এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া হ'তে চলে গিয়েছেন। অথচ তিনি যবের রুটিও তৃপ্তিসহকারে খাননি (বুখারী হাদীছ-৫৪১৪)। এটিই হ'ল ছাহাবীদের ভালবাসার নমুনা।

৭. ইমাম আবু ইউসুফ তার উস্তাদ ইমাম আবু হানীফার সূত্রে লিখেছেন, مَا شَبِعَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزٍ بُرٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ حَتَّى مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু পর্যন্ত তার পরিবারের সদস্যরা টানা তিন দিন গমের রুটি হ'তে তৃপ্তি ভরে খেতে পারেননি। (ইমাম আবু ইউসুফ, আল-আছার হাদীছ-৯৩৬)। যদি নবী 'হায়াতুল্লাহী' হ'তেন তবে এখানে মৃত্যু শব্দটা এল কেন? আর ছাহাবীরাই বা এত কষ্ট পেলে কেন? তার ওফাতের কারণে ছাহাবীগণ যে কষ্ট পেয়েছিলেন তা যদি আমরা এখানে সুবিস্তারে বর্ণনা করি তবে পাঠকগণ চোখের পানি ধরে রাখতে পারবেন না।

(৩) এরপর বলা হয়েছে, “পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপন করা কোন ভাবেই বিদয়াত (নব আবিষ্কৃত বস্তু বা কাজ যার ইতিপূর্বে কোন নমুনা বা দৃষ্টান্ত নেই এবং যা কুরআন, হাদিস, ইজমা, ক্বিয়াস পরিপন্থী) নয়।”

“যার ইতিপূর্বে কোন নমুনা বা দৃষ্টান্ত নেই...”- আমরা সবিনয়ে জানাতে চাই যে, মীলাদের আবিষ্কার মুযাফ্ফর কুকুরী করেছেন। তার আগে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। যা খোদ ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী লেখা ‘আল-হাবী লিল-ফাতাবী’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি বেদ‘আত কি না তা আমরা নিচের ফতোয়া গ্রন্থগুলি হ'তে জানবো ইনশা আল্লাহ।-

১. ইমাম বিন বায রহেমাহুল্লাহ বলেছেন, لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثه في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عن ربه سبحانه وتعالى ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم كمننا মীলাদের অনুষ্ঠান করা বেদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত যা দ্বীনের মাঝে নতুন আবিষ্কৃত। কারণ নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় মীলাদের অনুষ্ঠান করেননি। অথচ তিনি হ'লেন দ্বীনের মুবাল্লিগ। এবং আল্লাহর পক্ষ হ'তে শরীয়ত প্রণেতা। আর তিনি এটি করতে আদেশও করেননি। এবং এই কাজ না খুলাফায়ে রাশেদীন করেছেন আর না সকল ছাহাবী করেছেন। আর না কোন তাবঈ করেছেন। অতএব প্রতীয়মাণ হ'ল যে, এটি হচ্ছে বেদ‘আত’ (ফতোয়া বিন বায ৫/৫৬)।

২. শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল উছায়মীন বলেছেন, وهذه البدعة -أعني بدعة المولد- حصلت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة ‘আর মীলাদের বেদ‘আত তিনটি মর্যাদাপূর্ণ যুগের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে’ (মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ২/২৯৯)। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাহাবা

রাযিআল্লাহু তা‘আলা আনহুম এবং তাবেঈ রহেমাহুমাহ্লাহ- এই তিনটি যুগের পরে আবিষ্কার হয়েছে।

৩. ‘ফতোয়া লাজনা দায়েমা’-তে বলা হয়েছে, إقامة الموالد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لغيره من النبى ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কারো মীলাদ পালন করা হ’ল নব্য বেদ‘আত’ (ফতোয়া নং ৭৩৬০, ৩/৩৯)।

আমরা আরো অসংখ্য ইমামের এবং আল্লামাদের ফতোয়া পেশ করতে পারি। যারা মীলাদকে বেদ‘আত বলেছেন।

(৪) অতঃপর লিখা হয়েছে, “যদিও বা সময়ের ধারাবাহিকতায় এটি পালনের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ভাবে সামান্য পরিবর্তন এসেছে তাসত্ত্বেও ইহা পালনের ক্ষেত্রে হক্কানী ওলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষ্যে যা করা হয় তার কোনটায় শরিয়তের বিপরীত নয়।”

সুবহানালাহ! তার মানে এনারা স্বীকার করে নিলেন যে, এই মীলাদ পালনে পদ্ধতিগত ভাবে পরিবর্তন করা হয়। তার মানে ক্রিয়ামত পর্যন্ত আরো কত যে পরিবর্তন ঘটবে তার কোন ইয়ত্তা নেই। যাহোক, ইবাদতে পরিবর্তন করা হারাম। ইবাদাত কারো নিজস্ব বস্তু নয় যে তা পরিবর্তন করা যাবে। চাইলেই দু’টি সিজদার বদলে তিনটা সিজদা বাড়াতে পারি না। চাইলেই রুকু’ পরে এবং সিজদা আগে করতে পারি না। কারণ এটি হ’ল ইবাদাত। আর ইবাদাতে পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহই রাখেন। আর আল্লাহর নির্দেশে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখতেন। কিন্তু আমাদের মীলাদকারী হযুররা এটি পরিবর্তন করা অব্যাহত রেখেছেন। কারণ এটি বানানো আমল। যেহেতু এটি মনুষ্য সৃষ্ট ইবাদাত তাই এখানে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায়।

্রফে পদ্ধতিগত পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু নয়। বরং এর নামও দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- কোথাও একে মাওয়াসিম (পর্ব), যারদা (খাদ্য) এবং আমাদের দেশে মীলাদ ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে (বিস্তারিত দেখুন : আবু বকর জাবের আল-জাযায়েরী, আল-ইনছাফ পৃষ্ঠা-২৭)।

(৫) শেষের দিকে বলা হয়েছে, “তাঁর প্রেম দ্বারা নিজের মৃত আত্মাকে জীবিত করা।”

কুরআন এবং হাদীছে ‘প্রেম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে মর্মে আমাদের জানা নেই। তবে ‘মুহাব্বত’- শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘মুহাব্বত’ দ্বারা পবিত্র ভালবাসা বুঝানো হয়। যেমন সন্তানের প্রতি মা বাবার ভালবাসা ইত্যাদি। আর প্রেম শব্দটির আরবী হ’ল ‘ইশক’। এখান থেকে ‘আশেক’ এবং ‘মাশূক’ শব্দগুলি এসেছে। ‘আশেক’ হ’ল প্রেমিক এবং ‘মাশূক’ হ’ল প্রিয়তম ইত্যাদি। এটি নোংরা বস্তুকে বুঝায়। সাধারণত অশ্লীল কবিতা, গান বা উপন্যাসে এই ‘ইশক’ বা ‘প্রেম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই আল্লাহ এবং নবীর শানে এই শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি সহজ উদাহরণ দেই, আপনি কি পারবেন আপনার বড় বোনকে বলতে- ‘আপু আমি তোমার সাথে প্রেম করি’ বা

‘তোমার প্রেম চাই’। কিংবা আপনার মা-কে কি বলতে পারবেন যে, ‘আমি তোমার সাথে প্রেম করি’।

এর জবাব হ’ল, না পারবেন না। সুস্থ বিবেকের কোন মানুষ তার নিজের মা, বোন, মেয়ে, ভাগিনী ইত্যাদিকে ‘প্রেম করি’ জাতীয় কথা বলতে পারবে না। কারণ এটি যে নোংরা শব্দ তা আমাদের বিবেক আপনাতেই অবগত হয়ে আছে।

তাই আমরা অনুরোধ জানাবো, প্রেম বা ইশক বা এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার না করতে। বরং মুহাব্বত, ভালবাসা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করুন।

নিচে কতিপয় হাদীছ তুলে ধরলাম। মীলাদকারী ভাই এবং বোনগণ এই সকল হাদীছের বিরুদ্ধে আমল করেন-

(১) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবিজ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ‘যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল’ (মুসনাদে আহমাদ হাদীছ-১৭৪২২)।

(২) মীলাদকারী ভাইগণ রাসূল কে ইয়া রাসূলুল্লাহ বা হে আল্লাহর রাসূল বলে আহ্বান করেন। অনেকে বলেন, ‘ভার দো জেলী মেরী ইয়া মুহাম্মাদ’। এসবই হাদীছ বিরোধী কাজ এবং শিরক। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا أَكْبَاسَ بْنَ مُؤْتَلِبٍ! أَللَّاهُ كَاخُ جَوَابَدِيهِ كَرَارَ بَيَّابَارَ أَمِي أَمِنَارَ كَاخُ كَوْنِ أُوْكَارَ كَرَرَتَ سَكْفَمَ نَحِي. هَ رَاسُؤُلُؤُلَّاهَرُ فُفُ! أَللَّاهُ كَاخُ جَوَابَدِيهِ كَرَارَ بَيَّابَارَ أَمِي أَمِنَارَ كَاخُ কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু! আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কাছে কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার সম্পদে থেকে যা খুশী চাও। আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার কাছে কোন উপকার করতে সক্ষম নই’ (বুখারী হাদীছ-২৭৫৩)।

(৩) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরকে পাকা তথা চুন-কাম করতে নিষেধ করেছেন। জাবের রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ভবন বানাতে নিষেধ করেছে’ (মুসলিম হাদীছ-৯৭০, ফুয়াদ আব্দুল বাকীর হাদীছ-৯৪)।

(৪) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছলাতে তাকবীর তাহরীমার সময়, রুকু‘ যাবার আগে এবং রুকু‘ হতে উঠার পরে রফ‘উল ইদায়েন তথা হাত তুলতেন। কিন্তু আমাদের মীলাদকারী ভাইগণ কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তুলেন। অন্য স্থানে হাত তুলেন না।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، -
وَأِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا
يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (বুখারী হাদীছ-৭৩৫)।

(৫) রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর কোন কিছু লেখতে (যেমন মৃতের নাম, তারিখ ইত্যাদি) নিষেধ করেছেন। দলীল- نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا (তিরমিযী হাদীছ-১০৫২)।

সম্মানিত ভাই এবং বোন! আমরা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। এছাড়াও আরো অসংখ্য দলীল দিতে পারবো যেগুলি প্রমাণ করে যে, যারা নবীর সম্মানেই মীলাদ করেন তারাই আবার নবী এবং ছাহাবীদের আদেশ-নিষেধকে অমান্য করেন। এরই নাম কি ভালবাসা? নবীর প্রতি ভালবাসা কি এভাবেই প্রদর্শন করতে হয়?

কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা অতি সংক্ষেপে কয়েকটি জবাব তুলে দিলাম।

পরিশেষে বলবো, আমরা আমাদের দ্বীনী ভাই ও বোনদের মনে আঘাত দেয়ার জন্য কোন কিছু লেখিনি। আমরা মূলত আমাদের পক্ষ হ'তে কোন কিছুই বানিয়ে দেইনি। প্রতিটি কথার পক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছি। তারপরও মানুষ হিসেবে ভুল থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কোন ভুল নযরে আসলে শুধরিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন রইল। এবং কারো মনে কষ্ট লেগে থাকলে তার জন্য ক্ষমার দরখাস্ত রইল।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেদায়াত করুন। সম্মানের নামে, ভালবাসার নামে বাড়াবাড়ি হ'তে হেফাযত করুন। আমীন। ওমা আলায়না ইল্লাল বালাগ।